নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২৫. হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাক্কী জীবন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মক্কার সামাজিক অবস্থা (مجتمع مكة)

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে কুছাই বিন কিলাব কুরায়েশ গোত্রনেতাদের জমা করে সমাজ ব্যবস্থাপনার একটা ভিত্তি দান করেন। অতঃপর হারামের আশ-পাশের গাছ-গাছালি কেটে সেখানে পাথর দিয়ে বাড়ী-ঘর তৈরীর সূচনা করেন। যা মক্কাকে একটি নগরীর রূপ দান করে। ইতিপূর্বে এখানকার বৃক্ষ সমূহকে অতি পবিত্র মনে করা হ’ত এবং তা কখনোই কাটা হ’ত না। কুছাই ছিলেন প্রথম নেতা, যিনি এখানকার বৃক্ষ কর্তন শুরু করেন। অতঃপর তিনি তার সন্তানদের নগরীর ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করেন। যেমন হিজাবাহ (اَلْحِجَابَةُ) অর্থ কা‘বা গৃহের তত্ত্বাবধান। সিক্বায়াহ (السِّقَايَةُ) অর্থ হাজীদের জন্য পানি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন। রিফাদাহ (الرِّفَادَةُ) অর্থ হাজীদের আপ্যায়ন ও মেহমানদারী। এজন্য সকল গোত্রের নিকট থেকে নির্দিষ্টহারে চাঁদা নেওয়া হ’ত। যা দিয়ে অভাবগ্রস্ত হাজীদের আপ্যায়ন করা হ’ত। লেওয়া (اللِّوَاءُ) অর্থ যুদ্ধের পতাকা বহন করা। নাদওয়া (النَّدْوَةُ) অর্থ পরামর্শ সভা। যেখানে বসে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সমাজের সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান করা হ’ত এবং সামাজিক ঐক্য বজায় রাখা হ’ত। কুছাই নিজেই এর দায়িত্বে ছিলেন এবং তিনি এর দরজাটি কা‘বামুখী করেন। বস্ত্ততঃপক্ষে দারুন নাদওয়া ছিল মক্কা নগররাষ্ট্রের পার্লামেন্ট স্বরূপ। কুছাই বিন কিলাব ছিলেন যার প্রেসিডেন্ট এবং প্রত্যেক গোত্রনেতা ছিলেন যার মন্ত্রীসভার সদস্য। বহিরাগত যেসব ব্যবসায়ী মক্কায় ব্যবসার জন্য আসতেন, কুছাই তাদের কাছ থেকে দশ শতাংশ হারে চাঁদা নির্ধারণ করেন। যা মক্কা নগরীর সমৃদ্ধির অন্যতম উৎসে পরিণত হয়। এভাবে কুছাই মক্কা নগরীকে একটি সুসংবদ্ধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত করেন। পরবর্তীতেও যা অব্যাহত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবকালে মক্কার নেতা ছিলেন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব বিন হাশেম এবং তাঁর মৃত্যুর পরে ছিলেন চাচা আবু ত্বালেব।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5153

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন